দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 MAY 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে বাধা

■ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

হাইকোর্ট পরীক্ষা নিতে নির্দেশ দিলেও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। তবে অনুরোধের পর তাকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, ততক্ষণে প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

ওই শিক্ষার্থীর নাম মো: মিসবাহ্ উদ্দিন। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগের শিক্ষার্থী এবং একটি দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। মিসবাহ্ উদ্দিনের আইনজীবী জহরুল ইসলাম মুকুল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ধরনের আচরণ আদালত অবমাননার সামিল।

জানা গেছে, গত ২৬ এপ্রিল মিসবাহ্ তার চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভর্তির আবেদন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সে সুযোগ দেয়নি। তার সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা খুব কাছাকাছি চলে এলে ২১ মে তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। হাইকোর্ট ২৪ মে এক আদেশে তার স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ও পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশ দেয়।

গতকাল সোমবার সকালে মিসবাহ্ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গেলে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এ সময় সিএসই বিভাগের প্রধান মো. শহীদুর রহমান জানান, রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে তার ভর্তির বিষয়টি সম্পন্ন না হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই ছাত্রের পরীক্ষা নিতে পারছেন না।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে মিসবাহকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ। ততক্ষণে প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়। মিসবাহ্ জানান, এ রকম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পারেননি। বিষয়টি জানিয়ে তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কাছে চিঠি দিয়েছেন।